পঞ্চদশ অধ্যায়

স্বর্গীয় নদী

স্বপ্নে দেখলাম, তারা যেতে যেতে এক সুন্দর নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল। ভক্ত দাউদ তাকে ***ঈশ্বরের নদী***, (গীত. ৬৫:৯; ৪৬:৪) প্রেরিত যোহন তাকে ***জীবন-জলের নদী*** (প্রকা. ২২:১), এবং যিহিষ্কেল ভাববাদী তাকে ***প্রবাহিত জলধারা*** (যিহি. ৪৭:১-৯) রূপে উল্লেখ করেছেন। নদীর তীর দিয়েই রাজপথ, সুতরাং ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও তার সহযাত্রী আনন্দিত মনে পথ চলতে লাগল; নদীর জল পান করে তারা তৃষ্ণা নিবারণ করল এবং পথ চলার নতুন উদ্যম লাভ করল। নদীর উভয় তীরে ফলবান হরিৎবর্ণ বৃক্ষের সারি ছিল, বারো মাসই তাতে ফল ধরে; আবার তার পাতা নানা পীড়ার মহৌষধ। নদীর উভয় তীরে সবুজ ঘাসে ভরা, নানা ফুলে সুশোভিত মাঠ। এই মাঠে তারা নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়ল, যেমন ভক্ত দাউদ তাঁর গীতে লিখেছেন, "তিনি তৃণভূষিত চরাণীতে শয়ান করান; তিনি বিশ্রাম-জলের ধারে ধারে আমাকে চালান" (গীত. ২৩:২)। ঘুম ভাঙলে বিশ্রামের জন্য আবার ঘুমিয়ে পড়ল। কয়েকটা দিন ও রাত এইভাবে কাটিয়ে একদিন এই গান ধরল —

সান্ত্বনা দিতে যাত্রিগণে, রাজপথ ধারে
বইছে নির্মল সলিলা নদী কুলকুল রবে।
পাশে তার সবুজ মাঠ, ফুটিছে অজস্র ফুল,
সারি সারি বৃক্ষরাজি ফলভারে নুব্জ, (যেন) ব্যাকুল।
পত্র তার পীড়া হরে, শাস্ত্রে যেমন কয়,
বিশ্বাসে যে পরখ করে, ফলেতে চমকায়।
এস ভাই, পথিক সবাই, ক্লান্ত-শ্রান্ত জন,
ক্ষুধা মিটাও, তৃষ্ণা মিটাও, আনন্দে ভর মন।

শেষে তারা আর একবার ফল পেড়ে খেয়ে ও জল পান করে এগিয়ে চলল, কারণ তখনও তাদের যাত্রাপথ শেষ হয়নি।

স্বপ্নে দেখলাম, খানিকটা পথ গিয়ে তারা দেখতে পেল রাজপথ নদীর তীর থেকে অন্য দিকে চলে গিয়েছে; কাজেই তারা মনে মনে দুঃখিত হল, কিন্তু পথ ছেড়ে যেতে সাহস হল না। নদীর কিছুটা দূর থেকেই রাস্তা বড় এবড়ো-খেবড়ো, আবার দীর্ঘ যাত্রায় তারা ছিল শ্রান্ত, তাই তারা কিছুটা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল (গণনা. ২১:৪)। তারা যেতে যেতে ভাবল, হয়তো সামনে ভাল পথ পাওয়া যাবে। এমন সময়ে কিছুটা সামনে রাস্তার বাঁ-দিকে ***উপপথ*** নামে

একটা মাঠ;এবং সেই মাঠে যাবার সিঁড়ি দেখতে পেয়ে ***খ্রীষ্টিয়ান*** সঙ্গীকে বলল, "মনে হচ্ছে, মাঠ পার হয়ে রাজপথে যাওয়া যাবে। চল, মাঠের মধ্য দিয়ে যাই," এই বলে সিঁড়িতে উঠে বেড়ার অপর পারে সুন্দর একটা পথ দেখতে পেয়ে ***আশাবানকে*** ডেকে বলল, "ঐ দেখ, কেমন সুন্দর পথ।"

আশাবান— এ পথে গিয়ে যদি রাজপথ হারিয়ে ফেলি?

খ্রীষ্টিয়ান— বোধহয়, হারাব না;এটাও সমান্তরাল পথ মনে হচ্ছে।

আশাবান সঙ্গীর কথায় আশ্বস্ত হয়ে তার পিছনে পিছনে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে মাঠে নেমে দেখল, খুবই ভাল পথ। এমন সময় তারা সামনে দেখতে পেল, একজন পথিক সেই পথে যাচ্ছে। তারা জানতে পারল, লোকটার নাম ***মিথ্যে-সাহস***। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, "ভাই, এ পথ কতদূর গিয়েছে?" সে উত্তর দিল, "***স্বর্গীয় রাজধানীর*** দ্বার পর্যন্ত।"

তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** আনন্দিত হয়ে সঙ্গীকে বলল, "আমি ঠিকই অনুমান করেছিলাম।" তার পর তাদের যাত্রা আবার শুরু হল। ***মিথ্যে-সাহস*** আগে আগে যেতে লাগল। ক্রমে সন্ধে হয়ে গেল। রাতের অন্ধ কার চারদিক থেকে ঘনিয়ে আসতে লাগল;কিছুক্ষণ পরে অন্ধ কারের মধ্যে ***মিথ্যে-সাহসকে*** আর দেখতে পেল না। সে একা অন্ধকারে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটা গভীর কুয়োতে পড়ে গিয়েছিল। ***মিথ্যে-সাহসের*** মত অহঙ্কারী মূর্খদের সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য মাঠের মালিক কুয়োটা খুঁড়ে রেখেছিলেন।

খ্রীষ্টিয়ান ও ***আশাবান*** ঐ লোকটার পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "কি হল, কি হল?" কিন্তু কোন উত্তর পেল না, কেবল কোঁকানির শব্দ শুনতে পেল। একটুখানি চুপ করে থেকে ***আশাবান*** বলল, "এ কোথায় এসে পড়লাম, ভাই।" ***খ্রীষ্টিয়ান*** উত্তর না দিয়ে মনে মনে বলল, "আমিই তো একে ভুল পথে নিয়ে এসেছি, এখন কি করি?" এমন সময় বৃষ্টি নামল, মেঘগর্জন করতে লাগল, বজ্রপাতও শুরু হয়ে গেল, আবার বৃষ্টির জলে মাঠ ভেসে গেল। ***আশাবান*** তখন কুঁকিয়ে কুঁকিয়ে বলতে লাগল, "হায় রে, যদি সেই পথেই থাকতাম!"

খ্রীষ্টিয়ান— কে জানত যে, এ পথে এলে পথ হারিয়ে যাবে?

আশাবান— শুরুতেই আমার ভয় হয়েছিল, তাই ইসারায় তোমায় সাবধান করেছিলাম। কিন্তু তুমি আমার চেয়ে বড় ও অভিজ্ঞ, তাই বিতর্কে যেতে চাইনি।

খ্রীষ্টিয়ান— আমাকে ক্ষমা কর, ভাই। এই ভাবে ভুল পথে এনে তোমাকে এমন কঠিন বিপদে ফেলার জন্য আমার বড্ড দুঃখ হচ্ছে, আমাকে ক্ষমা কর;এমন বিপদে পড়তে হবে, তা আমি একদম ভাবিনি।

আশাবান— এত নিরাশ হোয়ো না, তোমায় আমি ক্ষমা করেছি। কি জানি, হয়তো এই অভিজ্ঞতার ফলে কোন মঙ্গল দেখতে পাব।

খ্রীষ্টিয়ান— তোমার মত ক্ষমাশীল লোককে সঙ্গীরূপে পাওয়া বড় সুখের বিষয়। কিন্তু ভাই,

এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না, চল ফিরে যাই।

আশাবান— কিন্তু ভাই, আমি আগে হাঁটব।

খ্রীষ্টিয়ান— না, না, তা হয় না; আমার দোষে এই বিপদ ঘটেছে, কাজেই ফিরে যাওয়ার পথে আবার যদি কোন বিপদে পড়তে হয়, তবে আমারই পড়া বাঞ্ছনীয়।

আশাবান— তা নয়, ভাই; তোমার মন এখন অস্থির, আবার যদি পথ ভুল করে ফেলো।

এমন সময় এক অদৃশ্যের স্বর তাদের কানে এল, "যে পথে গিয়েছিলে, সেই পথে মনোনিবেশ কর, ফিরে এস" (যিরমিয় ৩১:২১)। ইতিমধ্যে জল অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে, ফিরে যাওয়া ভয়ানক কঠিন হয়ে পড়ল। আমি তখন মনে মনে ভাবলাম, পথ ছেড়ে বিপথে যাওয়া সহজ, কিন্তু বিপথ থেকে সঠিক পথ খুঁজে বার করা বড়ই কঠিন। দেখলাম, তারা ফিরে যাবার জন্য চেষ্টা করছে, কিন্তু চারদিক অন্ধ কারে ঢাকা, তার উপর মুষলধারায় বৃষ্টি, বন্যার মত জল থই থই করছে, পথ চলতে তারা হিমসিম খাচ্ছে। কখনো পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে, এইভাবে সারারাত চেষ্টা করেও সিঁড়ির কাছে পৌঁছতে পারল না।

অবশেষে একটু উঁচু জায়গা পেয়ে সেখানে বসে পড়ল; ভাবল, সকাল হলে আবার চলতে শুরু করবে। ক্লান্ত থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ঘুমিয়ে পড়ল। ***হতাশা*** নামক অসুর ছিল জায়গাটার মালিক, কাছেই ছিল তার উঁচু প্রাচীর ঘেরা ***সন্দেহ***-দুর্গ। ভোরবেলায় সে মাঠে বেড়াতে এসে ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***আশাবানকে*** ঘুমন্ত অবস্থায় ধরে ফেলল। কর্কশ স্বরে ***হতাশা***-অসুর জিজ্ঞেস করল, "ওরে, তোরা কারা, কোত্থেকে এসেছিস, আমার এলাকায় কি করছিলি?"

তারা উঠে বলল, "আমরা যাত্রী, গত রাতে পথ হারিয়ে ফেলাতে এখানে বসে দিনের অপেক্ষা করছিলাম, ক্লান্তির জন্য ঘুমিয়ে পড়েছি।" অসুর রেগে গিয়ে বলল, "তোরা আমার এলাকায় পা দিয়ে ও ঘুমিয়ে অনধিকার প্রবেশের দায়ে পড়েছিস, চল্ আমার সঙ্গে। অসুরটা খুব ষণ্ডা গণ্ডা ছিল, তাই তারা প্রত্যুত্তর করতে সাহস করল না; তা ছাড়া, নিজেদের অপরাধ সম্বন্ধে তারা সচেতন ছিল, তাই চুপচাপ তার পিছন পিছন চলল। অসুরটা তাদের নিয়ে একটা নোংরা, দুর্গন্ধ ময় গুদাম ঘরে বন্ধ করে রাখল। সেদিন ছিল বুধবার, শনিবার রাত পর্যন্ত সেই গুদাম ঘরে পড়ে রইল; কেউ তাদের কিছু খেতে দিল না, এমনকি, এক ফোঁটা জলও দিল না। সেখানে কোন আলোও ছিল না, আবার কেউ একটু ডেকে কিছু জিজ্ঞেসও করল না; যেমন গীতরচক লিখেছেন, "তুমি প্রেমিক ও সুহৃৎকে আমা থেকে দূরে রেখেছ, অন্ধ কারই আমার জ্ঞাতি কুটম্ব" (গীত. ৮৮:১৮)। ***খ্রীষ্টিয়ানের*** দুঃখ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, কারণ তারই বুদ্ধি র দোষে তাদের দুর্দশায় পড়তে হয়েছে।

হতাশা-অসুরের স্ত্রী ***শঙ্কা*** ছিল অন্দরমহলে। অসুর তাকে গিয়ে বলল, "আমার এলাকায় দুজন লোক অনধিকার প্রবেশ করেছিল; তাদের ধরে এনে বন্দি করে রেখেছি। এখন ওদের নিয়ে কি করি, বলো তো?" ***শঙ্কা*** জিজ্ঞেস করল, "ওরা কারা, কোথা থেকে এসেছে, কোথায়ই বা যাচ্ছিল?" অসুর সব বলল, তখন সে পরামর্শ দিল, "সকালবেলা গিয়ে তাদের বেদম

পেটাও।"

অসুরও স্ত্রীর কথা মত সকালবেলা একটা গাঁটওয়ালা বাঁশের লাঠি নিয়ে কারাগারে বন্দিদের কাছে গেল। প্রথমে সে তাদের যাচ্ছে-তাই ভাষায় গালাগাল দিল, বন্দিরা কিন্তু একটা কথারও উত্তর দিল না। তখন সে তাদের বেদম লাঠিপেটা করে চলে গেল; এ দিকে যাত্রীরা বেদনায় কাতর হয়ে রোদন ও বিলাপ করে দিনটা কাটাল। দ্বিতীয় রাতে স্বামীর সঙ্গে ***শঙ্কার*** আবার কথা হল। যাত্রীরা তখনও বেঁচে আছে জেনে সে বলল, "ওদের গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে বল। সকাল বেলা উঠে অসুর কারাগারে গিয়ে দেখল, যাত্রীরা বেদনায় কাতর হয়ে পড়ে আছে। ক্রোধভরে সে তাদের বলল, "দেখ্, এখান থেকে তোদের মুক্তি পাবার কোন আশা নেই; তাই যেকোন ভাবে হোক, আত্মহত্যা কর। প্রাণধারণে যখন এত দুঃখ, তখন সে প্রাণ রেখে লাভ কি?" কিন্তু তারা মুক্তি পাবার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। অসুর তখন নিজেই বিকট মূর্তি ধারণ করে তাদের হত্যা করতে ছুটে এল। অসুরটার মৃগীরোগ ছিল, আকস্মিক উত্তেজনাবশত রোগের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় সে মূর্ছা গেল। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এলে সে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল, ফলে যাত্রীরা সে-যাত্রা রক্ষা পেল।

নিরাশাগ্রস্ত যাত্রীরা তখন আলোচনা করতে লাগল, অসুরের কথামত তাদের আত্মহত্যা করা উচিত কি না। ***খ্রীষ্টিয়ান*** বলল, "দেখ ভাই, কর্তব্য স্থির করার সময় এসে গিয়েছে। এই দুর্দশার মধ্যে আর কতদিন থাকব? এর একটা এসপার-ওসপার করা দরকার। ***ইয়োবও*** চরম দুঃখের মধ্যে বলেছিলেন, 'এই রুগ্ন-জীর্ণ দেহে . . . বেঁচে থাকার চেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধ করে মৃত্যুই . . . আমার কাম্য (ইয়োব ৭:১৫)। বল তো ভাই, শেষ পর্যন্ত কি অসুরের পরামর্শ মত আত্মহত্যা করে কবরে ঠাঁই নেব?'

আশাবান— আমাদের বর্তমান অবস্থা যে ভয়ঙ্কর হতাশাজনক, তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবং এমন অবস্থায় মন যে মৃত্যু কামনা করে, তা-ও ঠিক; কিন্তু জান ভাই, আমরা যে দেশে যাচ্ছি, সেখানকার ***রাজাধিরাজ*** আদেশ দিয়েছেন, "নরহত্যা কোরো না"। কাজেই অপরকে হত্যা করা যখন অপরাধ, তখন আত্মহত্যা করা তো আরও বড় অপরাধ। কারণ অপরকে যে বধ করে, সে কেবল তার দেহকে বধ করে, তার আত্মাকে বধ করতে পারে না; কিন্তু যে আত্মহত্যা করে, সে তো নিজের শরীর ও আত্মা উভয়ই একসঙ্গে ধবংস করে; কাজেই আত্মঘাতীর জন্য কবর আরামের জায়গা নয়, তাকে নরকের আগুনে অবশ্যই চিরকাল পুড়তে হবে। আরও ভেবে দেখ, ***হতাশা-অসুর*** সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী নয়। আমার মনে হয়, এর আগেও অনেক যাত্রীকে এখানে বন্দি করে রেখেছিল, তাদের অনেকে পালিয়ে যেতে পেরেছে। সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকর্তা ***ঈশ্বরের অনুগ্রহে*** আমাদের সামনেও পথ খুলে যেতে পারে। মনে কর, অসুরটা হঠাৎ মরে গেল, বা কোনদিন আমাদের ঘরে তালা দিতে ভুলে গেল, বা কোনদিন সে মৃগীরোগ হেতু অজ্ঞান হয়ে পড়ল; এমন কোন সুযোগ যদি ***ঈশ্বর*** দেন, তবে আমি কিন্তু ওর খপ্পর থেকে পালাতে একবার প্রাণপণ চেষ্টা

করব। এতদিন সে চেষ্টা না করে বোকার মত কাজ করেছি। আর একটু ধৈর্য ধরে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা যাক, সুযোগ ***ঈশ্বর*** নিশ্চয়ই দেবেন।

এইভাবে কথা বলে ***আশাবান*** সহযাত্রীকে কিছুটা আশ্বস্ত করল, এবং এই শোচনীয় অবস্থায় অন্ধকার কারাকক্ষে সেদিনটাও কাটিয়ে দিল। সন্ধে বেলায় খিদেয়, পিপাসায়, ব্যথা-বেদনায় যখন তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত তখন অসুরটা এসে তাদের জীবিত দেখে আরও ক্ষেপে গেল। সে বলল, "তোরা এখনো আমার পরামর্শ শুনিসনি? দাঁড়া, তোদের হাল এমন করব যে, শেয়াল-কুকুর পর্যন্ত কাঁদতে শুরু করবে।"

স্বপ্নে দেখলাম, তারা অসুরের কথা শুনে ভয়ে কাঁপতে লাগল, এবং মনে হল, যেন ***খ্রীষ্টিয়ান*** আতঙ্কে মূর্ছা গেল। একটু পরে জ্ঞান ফিরে এলে সে আবার অসুরের পরামর্শ মত কাজ করার প্রসঙ্গ তুলল। কিন্তু ***আশাবান*** আবার বাধা দিয়ে বলল —

আশাবান— ভাই, এতদিন যে ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় দিয়ে এসেছ, তা কি ভুলে গেলে? ***আপল্লুয়োন*** তোমাকে পরাজিত করতে পারেনি, ***মৃত্যুচ্ছায়ার*** বীভৎসতা তোমাকে টলাতে পারেনি, শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তুমি বিজয়ী হয়েছ; সে সব কি ভুলে গেলে, তবে কেন এত ভয় পাচ্ছ? আমি তো তোমার চেয়েও দুর্বল, একই কারাগারে একই সঙ্গে কষ্টভোগ করছি। ***হতাশা-অসুর*** আমাকেও তো পিটিয়েছে, কিছু খেতে দেয়নি, আমাকেও তো ব্যথা-বেদনায় অন্ধকার কারাকক্ষে কাতরাতে হচ্ছে। ভাই, এস, আর একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাকি। ***ঈশ্বর*** নিশ্চয়ই উপায় দেখিয়ে দেবেন। মনে করে দেখ, ***মায়ামেলায়*** কত সাহসের সঙ্গে লোহার শেকল ও খাঁচা, এমনকি, মৃত্যু পর্যন্ত তুচ্ছ করেছিলে। অতএব এস, যে ***খ্রীষ্টিয়ান*** নাম গ্রহণ করেছ, সেই নামের যেন অবমাননা না হয়, সেজন্য যথাসাধ্য ধৈর্য ধরে থাকি।

রাত হলে অসুর ঘুমোতে গেলে তার স্ত্রী ***শঙ্কা*** জিজ্ঞেস করল, "কয়েদিরা কি তোমার কথামত কাজ করেছে?" সে উত্তর করল, "না! ব্যাটারা পাক্কা বদমাস! সব রকম কষ্ট সহ্য করবে, তবু আত্মহত্যা করবে না।" তা শুনে ***শঙ্কা*** বলল, "সকাল বেলায় ওদের দুর্গ প্রাঙ্গণে নিয়ে গিয়ে জমা করা হাড়গোড়, মাথার খুলি দেখিয়ে বল, তুমিই তাদের খতম করেছ, আর ওদেরও সপ্তাহ শেষ হবার আগেই ঐ পরিণতি হবে।

সকালবেলা অসুর স্ত্রীর কথামত আবার এসে বন্দিদের স্তূপীকৃত হাড়গোড় দেখিয়ে বলল, দেখ্, যাত্রীদের পরিণতি কী! এরা তোদের মত আমার এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করেছিল বলে আমি তাদের টুকরো টুকরো করে ছেড়েছিলাম, বুঝলি! দশ দিন পরে তোদেরও ঐ দশা হবে। যা, এখন কারাকক্ষে যা।" তাই বলে তাদের মারতে মারতে নিয়ে গেল। সারাটা শনিবার সেই অন্ধকার গুদোমঘরে তারা ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ে রইল। ওদিকে রাতে বিছানায় গেলে স্ত্রী ***শঙ্কার*** সঙ্গে কয়েদিদের বিষয়ে অসুরের কথা হল। সে বলল, "এত পরামর্শ, এত প্রহার, কোন কিছু দ্বারা এদের শেষ করতে পারছি নে, বড় আশ্চর্যের ব্যাপার।" — হ্যাঁ, সত্যিই

আশ্চর্যের ব্যাপার! প্রত্যাশা অটল করে ধরে রাখলে সন্দেহ ও ভয় ভক্তকে কাতর করতে পারে না। তখন অসুরের স্ত্রী ***শঙ্কা*** বলল, "হয়তো, ওরা ভাবছে, কেউ এসে ওদের উদ্ধার করবে, অথবা সঙ্গে কোন যন্ত্র আছে, যা দিয়ে তালা ভেঙ্গে পালাবার আশা করছে। ***হতাশা-অসুর*** উত্তর করল, "ঠিক বলেছ, কাল সকালে গিয়ে ওদের পোশাক-আশাক সব তল্লাশ করতে হবে।

এ দিকে বন্দিরা শনিবার মাঝরাতে উঠে প্রার্থনা করতে শুরু করল; একাগ্রমনে প্রার্থনা করতে করতে প্রায় প্রভাত হয়ে এসেছে, এমন সময় ***খ্রীষ্টিয়ান*** যেন একটু চমকে উঠল; তার পর বলল, "হায়রে, কী নির্বোধ আমি! মুক্তির উপায় তো আমার সঙ্গে আছে, অথচ আমি এই দুর্গন্ধ ময় কারাগারে পচে মরছি? আমার বুকের ভিতরে ***প্রতিজ্ঞা*** নামে যে চাবি আছে, তাতেই তো ***সন্দেহ*** দুর্গের সমস্ত তালা খোলা যায়"। ***আশাবান*** বলল, "খুবই আনন্দের কথা; দেখ তো ভাই, খোলা যায় কি না!"

খ্রীষ্টিয়ান তখন চাবি বের করে তালায় লাগিয়ে ঘোরাতেই খুলে গেল। ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***আশাবান*** বের হয়ে প্রাঙ্গণের দরজায় গেল, সে তালাও অতি সহজে খুলে গেল। তার পর তারা লৌহনির্মিত সদর দরজার কাছে এসে হাজির হল। কিন্তু ***প্রতিজ্ঞা*** চাবির এমনই গুণ যে, সে তালা খুলতেও বেগ পেতে হল না। তাড়াতাড়ি পালাবার জন্য দুই হাতে জোরে ঠেলা দিতেই দরজায় এমন আওয়াজ হল যে, অসুরের ঘুম ভেঙে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাত্রীদের পিছু ধাওয়া করতে গেল বটে, কিন্তু মৃগীরোগের আক্রমণে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***আশাবান*** ততক্ষণে দৌড়ে রাজপথে উঠে পড়েছে। রাজপথ অসুরের সীমানার বাইরে, সেখানে তার কিছু করার ছিল না।

খ্রীষ্টিয়ান ও ***আশাবান*** পরবর্তী যাত্রীদের কথা চিন্তা করে মাঠে ঢোকার সিঁড়ির পাশে একটা স্তম্ভ স্থাপন করল, এবং তাতে লিখে রাখল, "এই সিঁড়ি পার হয়ে ***সন্দেহ-দুর্গে*** যাওয়া যায়। তার মালিক ***হতাশা-অসুর***; সে ***স্বর্গপুরীর রাজাকে*** অগ্রাহ্য করে, ও ***তাঁর*** যাত্রীদের বিনাশ করতে চেষ্টা করে।" শুনেছি, পরবর্তীকালে অনেক যাত্রী এই লেখা লক্ষ্য করে রক্ষা পেয়েছে।

স্বপ্নে দেখলাম, ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***আশাবান*** নতুন উৎসাহে গান গাইতে গাইতে আবার পথ চলতে লাগল —

কত দুঃখ ঘটে গেল নিষিদ্ধ ভূমিতে,
বিপথে গিয়ে তা পেরেছি বুঝিতে।
এই পথে ভাবীকালে আসবেন যারা,
এ বিষয়ে যেন, সতর্ক হন তারা।
নতুবা, সন্দেহ-দুর্গের হতাশা-অসুর,
বিনাশিতে চেষ্টার করবে না কসুর।